বুথের সামনে গাড়ি পোড়ানোর অভিযোগে সিপিএম প্রার্থী গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানা এলাকার একটি বুথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটকর্মীদের গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে ওই এলাকার এক সিপিএম প্রার্থীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতের নাম মহম্মদ মনজুর আনসারি। নিতুড়িয়া থানার মদনডি গ্রামে তার বাড়ি। গত ১৯ মে সন্ধ্যায় নিতুড়িয়া থানার মদনডি গ্রামের গোপালগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি বুথে বহিরাগত একদল দুষ্কৃতী হামলা চালিয়ে বুথ দখল করে বলে অভিযোগ। ওই সময় স্থানীয়রা তাদের বাধা দিতে এলে দুষ্কৃতীরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। তাতে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন। এরপরেই ব্যাপক গণ্ডগোল বাধে ওই বুথে। উত্তেজনার মাঝে ভোট কর্মীদের দুটি গাড়িতে স্থানীয়রা আগুন ধরিয়ে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ মনজুর আনসারিকে ধরে পুলিশ।

পুরুলিয়া জেলা সিপিএমের সম্পাদক প্রদীপ রায় বলেছেন, ওই ঘটনার সঙ্গে আরো বহু লোক যুক্ত থাকলেও শাসকদলের কথা মতো বেছে বেছে তাঁদের দলের প্রার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ অবশ্য বলেছে, প্রিসাইডিং অফিসারের অভিযোগ ক্রমেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুরুলিয়ার ৭টি বুথে পুনঃনির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ বুধবার ফের ভোট নেওয়া হল পুরুলিয়ার ৫টি এলাকার ৭টি বুথে। মূলত বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, বুথে ঢুকে বহিরাগতদের হামলা প্রভৃতি বেনিয়মের অভিযোগে এদিন ওই বুথগুলিতে পুনরায় ভোট নেওয়া হয়। জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক অলকেশ প্রসাদ রায় জানান, ওই পাঁচটি বুথ হল বাঘমুণ্ডি থানার ৮৭ নং বুথ, পাড়া থানার ৭১ নং, ১০৩ নং ও ১০৩ (এ) বুথ, রঘুনাথপুর থানার ৭৬ নং বুথ ও নিতুড়িয়া থানার ৬৬ নং ও ৬৬ (এ) বুথ। প্রশাসনের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত জেলায় ভোট পড়েছিল প্রায় ৬০ শতাংশ। অনেক রাত পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। ১৪ তারিখ ভোটের সময় পাড়ার এই তিনটি বুথে বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। বাঘমুণ্ডি থানার ৭৯ নং বুথের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে দুষ্কৃতী হামলায় তিনটি ব্যালট বক্স লুঠ হয়ে যায়। যার জন্য ওই বুথে কিছুক্ষণ পরেই ভোট নেওয়া বন্ধ করে দিতে হয়। পরে অবশ্য কিছুদূরের একটি পুকুর থেকে ব্যালট বক্সগুলি উদ্ধার হয়। রঘুনাথপুর ২ ব্লকের ৭৬ নং বুথে ছাপ্পা ভোট ও বুথ দখলের অভিযোগ তোলা হয়েছে। ওই কেন্দ্রে সশস্ত্র দুষ্কৃতী হামলায় এক বিজেপি কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিতুড়িয়া ব্লকের ৬৬ নং ও ৬৬ (এ) বুথেও রিগিং, ছাপ্পা ভোট ও বুথ দখলের অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। ওই বুথেও বহিরাগত দুষ্কৃতীর হামলায় গুলিবিদ্ধ হয় ১ বিজেপি কর্মী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আসানসোলের একটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। মোটের উপর সন্ধ্যা পর্যন্ত ভোট নিয়ে জেলার কোনও এলাকা থেকেই অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

বজ্রপাতে মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জেলার জঙ্গলমহল এলাকার সারেঙ্গায় মাঠে কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম কার্তিক সরেন (৬০)। তিনি সারেঙ্গা ব্লকের নবগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বুধবার সকাল ১০-৩০ নাগাদ তিনি মাঠে চাষের কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেইসময় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি নামে। বজ্রের আঘাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হাসপাতালে রক্ত সংকট মেটাতে সুপারের বাড়িতেই রক্তদান শিবির

শ্যামল রায়, বর্ধমান ঃ বুধবার কালনা মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকট মেটাতে হাসপাতাল সুপারের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় সুপারের নিজের বাড়িতেই। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন কালনা পৌরসভার চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ বাগ। কৃষ্ণচন্দ্র বাড়ৈ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংকট চলছে। বুধবার পর্যন্ত ব্লাড ব্যাংকে মাত্র ৩০ বোতল রক্ত মজুত ছিল। হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের এই রক্ত সংকট মেটাতে সুপার নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। এই শিবিরে দু'জন মহিলা সহ মোট ৪১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এছাড়াও হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বাড়ৈ জানিয়েছেন, হাসপাতালে দুই জন চিকিৎসক ও প্যারামেডিক্যাল বিভাগের বেশ কয়েকজন কর্মীও এদিন রক্ত দিয়েছেন। এই রক্তদান শিবিরের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আগামী দিনে রক্ত সংকট মেটাতে আরও রক্তদান শিবির করার উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

পুনঃভোটেও পুলিশ-তৃণমূল বাহিনী একতরফা ভোট করেছে, অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা বর্ধমান ঃ বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় ১৬টি বুথে নতুন করে ভোট হল। এর মধ্যে পূর্বস্থলী-২ নং ব্লকে চারটি বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণ ছিল। ৬৯ নং বুথের চাঁদপাড়া রাজবংশী পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০৩ নং দিতপুরের বুথে, ১০৮ নং বুথ সরডাঙ্গা গ্রামে, ১০৯ নং বুথ সরডাঙ্গা গ্রামে ভোটগ্রহণ হয়। এছাড়াও বর্ধমান-১ নম্বরে ২টি বুথ গ্রহণ কেন্দ্রে, ভাতারে ২ বুথে, মেমারি-১ নম্বরে ৮টি বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণ হয়। তাছাড়াও মেমারী-২ নং ব্লকে ১টি বুথেও ভোট গ্রহণ হয়। পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক সিপিএম নেতা প্রদীপ সাহা অভিযোগ করেছেন, পুলিশ এবং তৃণমূল বাহিনী একতরফাভাবে ছাপ্পা ভোট দিয়েছে। তাদের কোনও ভোটারকে বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া নি। আগের দিনের থেকেও ভয়ানক অবস্থা বলে প্রদীপ সাহা অভিযোগ করেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বস্থলী দোগাছিয়া মণ্ডল অঞ্চল সভাপতি বিধানচন্দ্র ঘোষ অভিযোগ করেছেন, এই সব বুথে ছাপ্পা ভোট হয়েছে। বিরোধীদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কাছেই যেতে দেওয়া হয়নি। আয়েয়াস্ত্র নিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এলাকা দাপিয়ে বেড়িয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক তথা পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী তপন চট্টোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের প্রার্থী বিপুল দাস, পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীরা পোস্টে জানিয়েছেন, সুষ্ঠু ভাবে ভোটাররা তাঁদের ভোটপ্রয়োগ করেছেন। তবে গোটা পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে শাসকদলের বাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে একতরফাভাবে ছাপ্পা ভোট করিয়েছে বলে অভিযোগ।

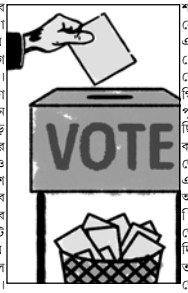

তবে একথা মানতে রাজি নয় শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা। এদিন সমস্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রেই দেখা গিয়েছে, ব্যাপক পুলিশি পাহারা ছিল। বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এবং মও অভিযোগ শোনা গিয়েছে, ভোটাররা ভোট দিতে গেলে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ভোট হয়ে গেছে।

তৃণমূল সমর্থককে পেটানোর ঘটনায় গ্রেফতার ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ সোমবার নির্বাচনের দিন বিকেলের দিকে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন ধলডাঙ্গায় গ্রামবাসীদের হাতে তৃণমূল কর্মীদের প্রহৃত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গ্রামবাসীদের গণপিটুনিতে আহত হয় রমেশ বাগদী (২৬) নামে বাঁকুড়া শহরে আড়াডাঙ্গা পাটপুরের এক তৃণমূল কর্মী। এই বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অরূপ খাঁ জানান, রমেশ এবং তার কয়েকজন বন্ধু বিষ্ণুপুরের দিক থেকে বাইকে করে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিল। সেই সময় বাঁকুড়া শহর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে ধলডাঙ্গার মোড়ে হঠাৎ ওদের ঘিরে ধরে কিছু দুষ্কৃতী। বাকি ছেলেরা দুষ্কৃতীদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও রমেশ ধরা পড়ে যায়। অরূপবাবুর বক্তব্য, কোনো কারণ ছাড়াই দুষ্কৃতীরা নির্মমভাবে তাকে মারে। রমেশ গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুরে চিকিৎসাধীন। আরূপবাবু আরও বলেন, তখন ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্র জানান, তৃণমূলের ছেলেরা নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিল বলে রটানো হচ্ছে। তারা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ঢুকে বুথ দখল করে ব্যালট বাক্স ছিনতাই -এর চেষ্টা করছিল। এত স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংঘাত শুরু হয়। পুলিশ তৃণমূলের হয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের মিথ্যা মামলায় জড়াচ্ছে। বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ এই ঘটনায় ধলডাঙ্গা থেকে তিন জনকে গ্রেফতার করে। বুধবার বাঁকুড়া আদালতে তাদের তোলা হলে বিচারক ৩০ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

সাপের ছোবলে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ বিষধর সাপের দংশনে মৃত্যু হল এক বিজেপি কর্মীর। পুরুলিয়ার পাড়া থানার ঝাপড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম নন্দলাল রায় (৩০)। তার বাড়ি এই থানারই ঝাপড়া চটি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার রাতেও খাওয়া সেরে সে বাড়ির অদূরের একটি স্থানে শৌচকর্মে গিয়েছিল। ফেরার সময় রাস্তায় একটি ঝোপের কাছে বিষধর কেউটে সাপ তার পায়ের পাতায় ছোবল মারে। কোনও ক্রমে ওই ব্যক্তি বাড়ি ফিরে এলে তাকে কুস্তাউর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। এই ঘটনায় মৃতদেহের ময়না তদন্ত করানো হয়েছে হাসপাতালে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান বিষাক্ত সাপের কামড়েই এই মৃত্যু।

বাঁকুড়ার ৫টি কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে পুনঃনির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জেলার ৫টি কেন্দ্রের পুনঃনির্বাচন শান্তিতেই হয়েছে। খাতড়ার মহকুমা শাসক তনয়দেব সরকার জানান, ঝড়-বৃষ্টির কারণে সামগ্রিক অসুবিধে হলেও ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। এদিনের নির্বাচনে গড়ে ভোট পড়েছে ৭৫.৪ শতাংশ। এই ৫ কেন্দ্রে শাসকদলের সঙ্গে বিরোধী দল বা নির্দল সমর্থকদের মধ্যে বিবাদের জেরেই পুনঃনির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সব থেকে বেশি অশান্তি হয় জঙ্গলমহল এলাকার রাইপুরে। এই ব্লকেই ৩ বুথে পুনঃনির্বাচন হল। মেলেরা অঞ্চলের লাগদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২৩/২ নাম্বার বুথ ও চাকা রঘুনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২৪ নম্বর বুথে অশান্তি চরমে ওঠে। চাকার বুথে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগে পোলিং এজেন্টদের মধ্যে বচসা ও সংঘর্ষ হয়। দুষ্কৃতীরা প্রিসাইডিং অফিসার ও অন্যান্য ভোটকর্মীদের মারধর করে বুথ থেকে বের করে দেয়। বুথের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কনস্টেবলের রাইফেল ছিনতাই করে তাঁকে মারধর করে। ব্যালট বক্স বাইরে এনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে রানীবাঁধের লদ্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬ নং বুথে এবং খাতড়ার সুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩ নং বুথেও ফের ভোট নেওয়া হয়। সুপুর ১৩ নং বুথে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ ও রাস্তা অবরোধ করে।

INFERTILITY CARE UNIT
BHARAT SEVASHRAM SANGHA
KHATRA, BANKURA.
Govt. Regd.
বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র
ভারত সেবাশ্রম সংঘ, খাতড়া, বাঁকুড়া
Director - Dr. Biswajit Ghosh.
Advanced ART Course for Embryologist.
FACILITY :
1. Sperm bank
2. IUI/IVF/ICSI Consultant.
3. Embrio transfer.
4. TVS done.
5. Low Amount.

Mob.- 9733391390
Email-biswajitghoshbiswajit1980@gmail.com
Center-incharge : Rajib Bhattacharya.
9732698801

আরামবাগের কড়ুই ও নারায়ণপুর গ্রামের মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী খালের উপর তৈরি হচ্ছে কংক্রীটের সেতু, এলাকাবাসীরা খুশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগের তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়ুই ও বাতানল গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মুণ্ডেশ্বরী নদের একটি শাখা খালের উপর কংক্রীটের সেতু তৈরি হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল নেতা সেখ শাহনওয়াজ বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের এলাকা কড়ুই থেকে নারায়ণপুর পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করার দাবি ছিল এলাকার বাসিন্দাদের। কিন্তু বাম আমলে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আমরা ক্ষমতায় আসার পর গ্রামের বহু উন্নয়ন করেছি। রাস্তার কাজ আগেই শেষ হয়ে গেছে। বাকি ছিল এই সেতুটি তৈরির কাজ। আর এই সেতুটির তৈরির কাজ শেষ হলে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি শিশির সরকার বলেন, আমাদের সরকারের মূল কাজই হল উন্নয়ন। গ্রামবাসীরা তাঁদের দাবি আমাদের শুনিয়েছিলেন। আমরা সেই দাবি মেনে ওই এলাকার রাস্তা তৈরি করে খালের উপর সেতু তৈরি করছি। ইতিমধ্যে খালের দুদিকে জল বেঁধে রেখে সেতুর পিলার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে। তারপরই এই রাস্তা দিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সুবিধা হবে এবং গ্রামের বাসিন্দার এতে উপকৃত হবেন। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে আরামবাগের তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়ুই গ্রাম থেকে বাতানল গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর পর্যন্ত একটি পিচ রাস্তা তৈরি করার দাবি ছিল এলাকাবাসীদের। এই রাস্তা ব্যবহার করে তাঁরা বর্ধমান কম সময়ের মধ্যে যাতায়াত করতে পারবেন। তাঁদের দীর্ঘদিনের এই দাবি মেনে প্রায় ১ বছর আগে পিচের এই রাস্তাটি তৈরি করা হয়। কিন্তু কয়েকটি কারণে রাস্তা তৈরির পর অনেকদিন কেটে গেলেও সেতু তৈরির কাজ শুরু হচ্ছিল না। এই কারণে এলাকার বাসিন্দাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছিল। এরপরই কয়েক মাস আগে থেকে সেতুটি তৈরির কাজ শুরু করা হয়। ইতিমধ্যে খালের দু'দিকের জল বেঁধে রেখে সেতু তৈরির জন্য পিলার তোলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কাজ শুরু হওয়ায় এলাকাবাসী খুব খুশি। এই বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন খালের ওই পাড়ে আমাদের গ্রামের

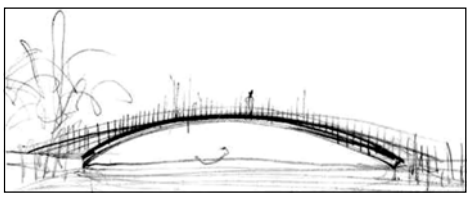

অধিকাংশ মানুষের আত্মীয়র বাড়ি রয়েছে। আর রয়েছে, বর্ধমান, তারকেশ্বর, কোলকাতা যাওয়ার সংক্ষিপ্ত রাস্তা। তাই এই রাস্তাটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সেতুটি তৈরি হয়ে গেলে গ্রামের মানুষ তাঁদের উৎপাদিত ফসল ওই রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন বাজারে নিয়ে যেতে পারবেন। খালের ওই পাড়ের লোকজনও এই সেতুর ওপর দিয়ে এসে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারবেন এবং কম সময়ের মধ্যে তাঁরা যাতায়াত করতে পারবেন—বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর। খুব কম সময়ে রোগীদের আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসা করাতে পরবেন। এই সেতুটির কাজ শেষ হলে খালের দু'পারের প্রায় ৩০-৪০টি গ্রামের মানুষ উপকৃত হবেন। তাই এই রাস্তাটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাসকদল আগেই আমাদের রাস্তাটি পিচের তৈরি করিয়ে দিয়েছে। বাকি ছিল সেতু তৈরির কাজ। বর্তমানে সেই সেতুটি তৈরির কাজও চলছে এবং এতে স্থানীয় বাসিন্দারা খুব খুশি।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ